তারিখ ···10 SEP 2016···
পৃষ্ঠা ··৭-৭··· কলাম····৪·······

সমকাল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

অনুপস্থিত ৫৩ শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ

■ ইবি প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বিভাগের ৫৩ শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত রয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ওয়েবসাইটে এ তথ্য দিয়েছে। তবে বাংলা ও লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে এখনও এ বিষয়ে কোনো তালিকা দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া তিনটি বিভাগ এখনও তালিকা তৈরির কাজ শেষ করতে পারেনি। বাকি ১৫টি বিভাগে কোনো শিক্ষার্থী যৌক্তিক কারণ ছাড়া অনুপস্থিত নেই।

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

অনুপস্থিত ৫৩ শিক্ষার্থীর

[১২ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইবি এ তালিকা প্রকাশ করল। গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদেরই নাম এ তালিকায় স্থান পেয়েছে। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছিল। গুলশান হামলার মাস্টারমাইন্ড তামিম চৌধুরীর অন্যতম প্রধান সহযোগী নুরুল ইসলাম ওরফে মারজান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ছাত্র ছিল। দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে সে অনুপস্থিত থাকলেও তার নাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই তালিকায় ছিল না। পরে জানা যায়, আরবি বিভাগ তাদের অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে কোনো তথ্যই দেয়নি।

ইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ৫ বিভাগের ৫৩ শিক্ষার্থী অনুপস্থিত রয়েছেন। এর মধ্যে ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে ১৮, মার্কেটিং বিভাগে ৫, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে ১৩, ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১১ ও ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের ৬ শিক্ষার্থী রয়েছেন। তবে বাংলা ও লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে এখনও এ বিষয়ে কোনো তালিকা দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরিসংখ্যান বিভাগের তালিকা প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় সভাপতিরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি ১৫ বিভাগে কোনো শিক্ষার্থী গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত নেই। বিভাগীয় সভাপতিরা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিশ্চিত করেছেন। তালিকা প্রকাশের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আবদুল লতিফ সমকালকে বলেন, 'প্রাথমিকভাবে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়েসসাইটে প্রকাশিত নামের ব্যাপারে কোনো শিক্ষার্থীর অভিযোগ থাকলে তারা ঈদের ছুটির পর লিখিতভাবে জানাতে পারবে। তিনি বলেন, অভিযোগ পেলে যাচাই-বাছাইয়ের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।